দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ......

পরীক্ষা শুরুর ১ ঘণ্টা আগে প্রশ্ন ফাঁস!

ফেসবুক, ভাইভার, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পরীক্ষা ছিল সকাল ১০টায়। কিন্তু এক ঘণ্টা ১০ মিনিট আগেই ওই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফেসবুকে পাওয়া যায়। চলতি এইচএসসির জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় এমন ঘটনা ঘটে। গত ২১ এপ্রিল সারা দেশে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শুধু একটি বিষয়ের পরীক্ষাতেই নয়। প্রায় প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই ঘটছে একই ঘটনা। এ অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেছেন, আমরা সর্বোচ্চ সচেতন রয়েছি। বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই। তবে পরীক্ষা কমিটি প্রশ্ন গ্রহণ করেন এক ঘণ্টা বা তার চেয়ে কিছু সময় আগে। এখান থেকে প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ থাকতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেছেন, নিয়ম আছে পরীক্ষা শুরুর এক থেকে দু'ঘণ্টা আগে প্রশ্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার, আমরা সেটাই করি । শিক্ষকরা পরীক্ষা শুরুর দশ মিনিট আগে প্রশ্ন খুলবে আর সময়মত শিক্ষার্থীদের হাতে দেবে। কিন্তু সেখান থেকেই কিছু শিক্ষক প্রশ্ন ফাঁস করেন।

গত ৩ এপ্রিল সারা দেশে একযোগে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। ২১ এপ্রিল জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হয়। কিন্তু ৮টা ৫০ মিনিটেই ফেসবুক পেজে প্রশ্নপত্র আপলোড করেন নিলয় নামে এক ব্যক্তি। শিক্ষার্থীরা বলেছেন, ফেসবুকে আপলোড করা প্রশ্নে মিল পাওয়া গেছে। এর আগের মঙ্গলবার জীববিজ্ঞান ১ম পত্র পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগেই প্রশ্ন ফাঁস করেন একই ব্যক্তি।

গত শুক্রবার এইচএসসির রসায়ন প্রথম পত্র পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এক অভিভাবক বলছেন, আমাদের কাছে প্রায়ই খবর আসে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। এ কারণে আমরা উদ্বিগ্ন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় এনে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান এই অভিভাবক।

তবে পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের হাতে প্রশ্ন যাওয়ার বিষয়টিকে ঢাকা বোর্ডের কর্মকর্তারা স্বাভাবিক হিসেবে দেখছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঘণ্টা খানেক আগে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে কিছু অসাধু শিক্ষক মোবাইল ফোনে ছবি তোলেন। তারপর পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ছবিগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন ভাইভার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি অ্যাপসের মাধ্যমে।

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

পরীক্ষা শুরুর ১ ঘণ্টা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের নির্ধারিত কিছু আইডির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

তবে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে ২ মে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। চিঠিতে ফেসবুকের একটি বিশেষ আইডি বন্ধসহ দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, উত্তরার একটি স্থান থেকে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত করেছি। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ মেলেনি।